

রমযানকে স্বাগত জানান

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
 اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَىٰ اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ
 اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَعَلَىٰ اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا تُرَاثَ اللّٰهِ
 كُوَيْتُ سُنَّتِ الْاِغْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুল্লাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে
 নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে
 থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয় হয়ে যাবে।

দরুদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছে: “যে
 আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে, তার দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে, আমি তার জন্য
 ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং এছাড়াও তার জন্য দশটি নেকী লিখা হয়ে থাকে।”

(মু'জামুল আউসাত, মান ইসমুহ আহমদ, ১/৪৪৬, নম্বর-১৬৪২)

গান্দে নিকামে কমি মেহেঙ্গে হৌঁ কোড়ি কে তিন,

কোন হামেঁ পালতা তুম পে করোড়ো দুরুদ। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৭০ পৃষ্ঠ)

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلٰى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে
 কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হচ্ছে:
 “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

- (১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়ত সমূহ

- * দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।
- * হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো।
- * প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।
- * ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো।
- * **تُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ، اذْكُرُوا اللَّهَ! صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো।
- * বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অতিশীঘ্রই রমযানুল মোবারক মাস এর আগমণ হতে যাচ্ছে, রমযান মাসের ফযীলত সম্পর্কে কি আর বলবো! এর তো প্রতিটি মুহূর্তই রহমতে পরিপূর্ণ। এই মাসে প্রতিদান ও সাওয়াব বহুগুণ বেড়ে যায়, নফলের সাওয়াব ফরযের সমান এবং ফরযের সাওয়াব সত্তর (৭০) গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এই মোবারক মাসের প্রতিটি দিন এবং প্রতিটি রাত নিজের মধ্যে অসংখ্য বরকতের সমষ্টি জড়ো করে রাখে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মোবারক মাসের ফয়যান অধিকহারে লুফে নেয়ার তৌফিক দান করুক, আহ! আমরা যেন সম্পূর্ণ রোযা জাহেরী ও বাতেনী আদব রক্ষা করতে পারি এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে ফরয নামায, নফল নামায ও তারাবির নামায আদায় করতে সফল হয়ে যাই। আমাদের কুরআনে করীমের তিলাওয়াতের উৎসাহ অধিকহারে নসীব হয়ে যাক।

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

রমযানুল মোবারকে নেকীর উৎসাহ সম্বলিত আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়দুনা ফারুককে আযম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ঈমান তাজাকারী খোতবা শ্রবণ করুন এবং অধিকহারে নেকী অর্জন করে রমযানুল মোবারককে স্বাগতম জানানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিন।

রমযানকে স্বাগত জানিয়ে উপদেশ মূলক খোতবা

হযরত সায্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওকাইম জুহানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; যখন রমযানুল মোবারকের আগমন হতো, তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায্যিদুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ১ম রমযানুল মোবারকের রাতে মাগরীবের নামাযের পর মানুষদের প্রতি উপদেশ মূলক খোতবা দিতে গিয়ে বলেন: হে লোকেরা বসে যাও! নিশ্চয় এই মাসের রোযা তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে, নিশ্চয় এতে নফল আদায় করা ফরয নয় কিন্তু যে নফল আদায় করার ক্ষমতা রাখে তবে তার উচিত, সে যেন নফল আদায় করে। কেননা, এটি সেই উত্তম নফল, যা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন এবং যে নফল আদায় করার ক্ষমতা রাখে না তবে তার উচিত, নিজের বিছানায় শুয়ে পড়া। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে এরূপ বলাতে ভয় করো যে, যদি অমুক ব্যক্তি রোযা রাখে তবে আমি রোযা রাখবো, আর যদি অমুক ব্যক্তি নফল আদায় করে তবে আমিও নফল পড়বো। যে কেউ রোযা রাখবে বা নফল আদায় করবে তবে যেন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই করে। তোমাদের মধ্যে সকলেরই এই বিষয়ে জানা উচিত, যতক্ষণ সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে, তবে সে যেন নামাযের মধ্যেই থাকে। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ দু'তিনবার এরূপ বলেন যে, আল্লাহ তাআলার ঘরে অযথা কথাবার্তা করা থেকে বিরত থেকো। অতঃপর তিনবার এরূপ বলেন: সাবধান! তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এই মোবারক মাসকে অবহেলায় অতিবাহিত না করে। যতক্ষণ চাঁদ দেখবে না ততক্ষণ পর্যন্ত রোযা রাখবে না যদিও বা চাঁদ সন্দেহযুক্ত হয়ে যায় তবে ত্রিশ দিন পুরো করো এবং যতক্ষণ অন্ধকার (অর্থাৎ সূর্য ডুবে যাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস) হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ইফতার করো না।

(মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, কিতাবুস সালাত, বাবু কিয়ামে রমযান, ৪/২০৪, হাদীস নং-৭৭৭৮)

হে রমযানের আশিকগণ! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায্যিদুনা ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ রমযান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে কিরূপ অবহিত ছিলেন এবং এই নূর বর্ষনকারী মাসের প্রতি কিরূপ ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করতেন যে, এই মোবারক মাস আসতেই তাঁর খুশির সীমা থাকতো না, তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ রমযানের আগমনে শুধু নিজেই নেকীতে লিপ্ত হয়ে যেতেন না বরং মুসলমানদের

মধ্যে ইবাদতের আগ্রহ জাগ্রত করতে তাদেরও এই পবিত্র মাসে একাগ্রতার সহিত অধিকহারে নফল ইবাদত করার উৎসাহ প্রদান করতেন এবং রমযানের আগমনের নূরানী এই সুবর্ণ সুযোগে আলোকসজ্জার মাধ্যমে মসজিদ সমূহকে আলোকিত করাও তাঁর মোবারক অভ্যাসে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। যেমনিভাবে- হযরত সায্যিদুনা আবু ইসহাক হামদানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ রমযানুল মোবারকের প্রথম রাতে যখন বাইরে বের হলেন তখন দেখলেন যে, মসজিদগুলোতে ফানুস (বাতি) জ্বলছে এবং লোকেরা আল্লাহ্ তাআলার কিতাব (কুরআন) তিলাওয়াত করছে। তা দেখে তিনি বললেন: **أَرَأَيْتُمْ نُورَ اللَّهِ لِعُمَرَ فِي قَبْرِهِ كَمَا نُورٌ مَسَاجِدَ اللَّهِ بِالْقُرْآنِ** মু'মিনীন হযরত সায্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর কবরকে তেমনিভাবে আলোকিত করুন যেমনিভাবে তিনি (রমযানুল মোবারকে) মসজিদ সমূহকে কুরআন দ্বারা আলোকিত করলেন। (ফয়যানে ফারুকে আযম, ১/৭৩৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

আমাদেরও উচিত, এই পবিত্র মাসকে আজিমুশ্বান ভাবে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি শুরু করে দেয়া, একে অযথা ও উদাসিনতায় অতিবাহিত করার পরিবর্তে একনিষ্ঠতার সহিত নেক আমল যেমন ফরয ও ওয়াজিব, সুনাত ও মুস্তাহাব, নফল, যিকির ও আযকার, কুরআনে করীমের তিলাওয়াত, যাকাত ও ফিতরা, সদকা ও খয়রাত, ওশর ও অনুদান, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত, গরীব ও অভাবীদের সাহায্য, রাত্রি জাগরণ, তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা এবং দোয়া ও মুনাজাত, অধিকহারে দরুদ ও সালাম, হামদ ও নাত এবং মানকাবাত, মাদানী হালকা, মাদানী দরস (ফয়যানে সুনাতের দরস ইত্যাদি), সাপ্তাহিক সুনাতের ভরা ইজতিমা, রমযান মাসে প্রতিদিন দু'টি মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ, মাদানী চ্যানেলে প্রচারিত অনুষ্ঠান মালা দেখা এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে বিভিন্ন মসজিদে অনুষ্ঠিত পুরো রমযান মাস বা শেষ দশ দিনের সম্মিলিত ইতিকাহফের সৌভাগ্য দ্বারা সৌভাগ্যময় হওয়ার মতো নেকীতে লিপ্ত থাকুন বরং প্রত্যেক ঐ নেক ও জায়য কাজ করার চেষ্টা করুন যাতে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সন্তুষ্টি রয়েছে। আমাদের

প্রিয় আক্কা, দু'জাহানের দাতা ﷺ ও এই মোবারক মাসের আগমন হতেই আল্লাহ তাআলার ইবাদতে আরো বেশি ব্যস্ত হয়ে যেতেন।

হযুর পুরনূর ﷺ ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: “যখন রমযান মাস আসতো, তখনই আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব, হযুর পুরনূর ﷺ আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও তৎপর হয়ে যেতেন আর পুরো মাসেই নিজের বিছানা মোবারকের উপর তাম্বীফ রাখতেন না।” (দুররে মানসুর, ১ম খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা) তিনি আরো বলেন: “যখন রমযান মাসের শুভাগমন হতো তখন নবী করীম, রউফুর রহীম ﷺ এর রং মোবারক পরিবর্তন (অর্থাৎ হলদে বা লাল) হয়ে যেতো আর হযুর ﷺ অধিকহারে নামায আদায় করতেন, খুব কান্নাকাটি করে দোয়া করতেন এবং আল্লাহ তাআলার ভয় হযুর ﷺ কে আচ্ছন্ন করে রাখতো।” (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৬২৫)

রাত্রি জাগরণ করতেন

ইমামুল আবেদীন, সায়্যিদুস সাজেদিন, হযুর ﷺ রমযান শরীফে বিশেষ করে শেষ দশদিনে তাঁর ইবাদত করা অধিকহারে বেড়ে যেতো, হযুর ﷺ সারা রাত জাগ্রত থাকতেন এবং পরিবারের সদস্যদের নামাযের জন্য জাগাতেন এবং সাধারণত ইতিকাফ করতেন। নামাযের পাশাপাশি কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো বসে, কখনো সিজদা অবস্থায় খুবই কান্নাকাটি করে করে রাতে দোয়াও করতেন, রমযান শরীফে হযরত জিব্রীঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে কুরআনে করীমের পুনরাবৃত্তি করতেন এবং কুরআনের তিলাওয়াতের পাশাপাশি বিভিন্ন দোয়াও করতেন আর কখনো কখনো পুরো রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন, এমনকি কদম মোবারক ফোলে যেতো। (সীরাতে মুস্তফা, ৫৯৬ পৃষ্ঠা)

আচিয়ৌ কি মাগফিরাত কা লে কর আয়া হে পায়াম,

রুম জাও মুজরিমো রমযাঁ মাহে গোফরান হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রত্যেক ভিক্ষুককে দান করতেন

এই মোবারক মাসে অধিকহারে দান সদকা করাও সুনাত, যেমনিভাবে-
সায়িদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: যখন রমযান মাস আসতো,
তখন **হুযর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ প্রত্যেক কয়েদীকে মুক্ত করে দিতেন এবং
প্রত্যেক ভিক্ষুককে দান করতেন। (দুররে মনসুর, ১/৪৪৯)

সবচেয়ে বড় দানশীল

হযরত সায়িদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: রাসূলুল্লাহ্
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় দানশীল এবং দানশীলতার সমুদ্র
সবচেয়ে বেশি সেই সময় জোশে আসতো, যখন রমযানে **হুযর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর
সাথে জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হতেন, হযরত জিব্রাঈল
আমীন عَلَيْهِ السَّلَام (রমযানুল মোবারকের) প্রতি রাতে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হতেন
এবং রাসূলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর সাথে কুরআনে করীমের
পুনরাবৃত্তি করতেন। ব্যাস! রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দ্রুতগামী বাতাসের চেয়েও
বেশি কল্যাণের বিষয়ে দানশীলতা প্রদর্শন করতেন। (রুখারী, ১/৯, হাদীস নং-৬)

হাত উঠা কর এক টুকড়া এয় করীম,

হে সাথি কে মাল মে হকদার হাম।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৮৩ পৃষ্ঠা)

**صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!**

প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রিয় আশিকরা!
আপনারা শুনলেন তো! আমাদের প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রহমানের
মেহমান অর্থাৎ রমযানুল মোবারক মাসের প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিলো এবং **হুযর**
পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কিরূপ মহান পদ্ধতিতে এই মাসকে স্বাগত জানাতেন যে,
রমযান শরীফের বরকতময় মেহমান আগমন করতেই ইবাদতে আগের চেয়ে আধিক্য
করতেন, নিঃসন্দেহে **হুযর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ তো নিস্পাপদের এবং ইবাদত
গুজারদেরও সর্দার, কিন্তু তারপরও এই মাসের শান ও মহত্ব এবং উম্মতের শিক্ষার
উদ্দেশ্যে পুরো মাস বিছানায় তাশরীফ নিতেন না বরং ধারাবাহিকভাবে ইবাদতে লিপ্ত
থাকতেন। আহ! আমরা গুনাহগারদের নগন্য জ্ঞানেও যদি রমযানুল মোবারকের

গুরুত্ব অনুধাবন হয়ে যেতো এবং আমরাও এই মাসে নেকী জমা করে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি অর্জনে এবং জান্নাতের অধিকারী হওয়াতে সফল হয়ে যেতাম। আসুন! এই মহান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত নিজের অন্তরে বাড়াতে এবং এই মাসে নেকীর উৎসাহ পাওয়ার নিয়তে **হযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি এবং এখন থেকেই নেকী অর্জনে প্রস্তুত হয়ে যাই।

উত্তম মাস

১. ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের মাঝে এমন এক মাস এসেছে, যার চেয়ে উত্তম কোন মাস মু'মিনদের মাঝে আর আসেনি এবং মুনাফিকদের মাঝে এর চেয়ে কঠিন কোন মাস নাই আর নিশ্চয় আল্লাহু তাআলা এটির নফল ইবাদত এবং এর সাওয়াব শুরু হওয়ার আগেই লিখে দেন এবং কোন সন্দেহ নেই যে, মু'মিনদের মধ্যে এই মাসে ইবাদত করা সামর্থ্য বন্টন করা হয় আর মুনাফিকদের মধ্যে উদাসিনতা বন্টন কথা হয়। মু'মিনদের জন্য এই মাস হচ্ছে অমূল্য সম্পদ এবং মুনাফিকদের জন্য বোঝা। (শুয়াবুল ইমান, ৩/৩০৪। মুসনাদে আহমদ, ২/৫২৪)

আহ! পুরো বছরই যদি রমযান হতো

২. ইরশাদ করেন: যদি বান্দারা জানতো যে, রমযান কি, তবে আমার উম্মত আশা করতো যে, আহ! পুরো বছরই যদি রমযান হতো। (ইবনে খুযাইমা, ৩/১৯০, হাদীস নং-১৮৮৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, রমযান মাসের শান ও মহত্ব অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক উচ্চ ও মহান। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সৌভাগ্যবান মুসলমানরা এই মাসের আগমনকে গনিমত মনে করে নেক কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। কেননা, এটিই সেই মোবারক মাস, যাতে ইবাদতের প্রতিদান ও সাওয়াব অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। হযরত সায্যিদুনা ইব্রাহিম নাখয়ী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: রমযান মাসে একদিনের রোযা রাখা অন্যান্য মাসে এক হাজার (১০০০) দিনের রোযা রাখার চেয়ে উত্তম, রমযান মাসে একবার তাসবীহ পাঠ করা (অর্থাৎ سُبْحَانَ اللهِ বলা) অন্যান্য মাসে এক হাজার (১০০০) বার তাসবীহ পাঠ করার চেয়ে উত্তম এবং রমযান মাসে এক রাকাত নামায আদায় করা অন্যান্য মাসের এক হাজার (১০০০) রাকাত থেকে উত্তম।

(দুররে মনসুর, ১/৪৫৪)

অপরদিকে কতিপয় বোকা ও অসম্মানকারী লোকের এই অবস্থা হয়ে থাকে যে, ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা সমৃদ্ধ এই রুহানী মাসকেও সাধারণ মাসের ন্যায় ধন-সম্পদ উপার্জনে, ব্যবসা বানিজ্য প্রসারে, ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করতে, লুটতরাজ করাতে, ক্রিকেট, হকি, ফুটবল, টেনিস, তাস, লুডু, কেরাম, ভিডিও গেইম খেলাতে, মোবাইল ও ইন্টারনেটের ভুল ব্যবহার এবং বাজারে ঘুরাফেরা করাতে অতিবাহিত করে দেই, বিশেষ করে রমযানের শেষ দশদিনে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর জন্য কোন নেয়ামত ও গনিমতের চেয়ে কম নয়। পূর্বেকার মুসলমানদের মধ্যে রমযান মাসে ইবাদত করার উৎসাহে ভরা হতো এবং এই পবিত্র মাসে অধিকহারে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতেন, যাতে করে বেশি থেকে বেশি পরিমাণে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে পারা যায়। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি ঈমান তাজাকারী কাহিনী শ্রবণ করি, যেন আমাদের অলসতা দূর হয়ে যায় এবং ইবাদতের আগ্রহ নসীব হয়।

ইবাদত গুজার খাদেমা

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আবী ফারাজ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমার রমযান মাসে একজন খাদেমার প্রয়োজন হলো, যে আমাকে খাবার তৈরী করে দেবে, আমি বাজারে একজন খাদেমা দেখলাম যার মূল্য চাওয়া হচ্ছিলো খুবই অল্প, তার চেহারা হলদে, শরীর দুর্বল এবং তক ছিলো শুষ্ক। আমি তার প্রতি করুণা করে তাকেই কিনে নিয়ে ঘরে নিয়ে এলাম এবং বললাম: পাত্র নাও এবং রমযানের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনার জন্য আমার সাথে বাজারে চলো। তখন সে বললো: হে আমার মুনিব! আমি তো এমন লোকের নিকট ছিলাম যার পুরো জীবনই রমযান হতো। তার এই কথা শুনে আমি বুঝে নিলাম যে, ইনি নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নেক বান্দা হবেন। সে খাদেমা রমযান মাসে পুরো রাত ইবাদত করতো এবং যখন শেষ রাত আসলো তখন আমি তাকে বললাম: ঈদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে আমার সাথে বাজারে চলো। তখন সে জিজ্ঞাসা করলো: হে আমার মুনিব! সাধারণ লোকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনবো নাকি বিশেষ লোকের? আমি তাকে বললাম: তোমার কথা ব্যাখ্যা করো? তখন সে বললো: সাধারণ লোকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হলো ঈদের প্রসিদ্ধ খাবার, আর বিশেষ লোকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হলো সৃষ্টি থেকে পৃথক

হওয়া, খেদমতের জন্য অবসর হওয়া, নফলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা এবং বিনয় ও নশ্তা অবলম্বন করা। এ কথা শুনে আমি বললাম: আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে খাবারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। সে আবারো জিজ্ঞাসা করলো: কেমন খাবার? শরীরের খাবার নাকি অন্তরের? তখন আমি বললাম: নিজের কথা ব্যাখ্যা করো? তখন সে বললো: শরীরের খাবার তো প্রসিদ্ধ এবং খাদ্য আর অন্তরের খাদ্য হচ্ছে গুনাহ ছেড়ে দেয়া, নিজের দোষ ত্রুটি দূর করা, মাহবুবের দীদার উপভোগ করা এবং উদ্দেশ্য অর্জনে সন্তুষ্ট হওয়া, কিন্তু এই বিষয়ের জন্য অহঙ্কার ছেড়ে দেয়া, মওলা তাআলার দিকে প্রত্যাভর্তন করা এবং প্রকাশ্য ও গোপনীয়ভাবে তাঁর উপর ভরসা করা আবশ্যিক। অতঃপর সেই বাঁদী নামাযের জন্য দশায়মান হয়ে গেলো, সে প্রথম রাকাতে সম্পূর্ণ সূরা বাকারা পড়লো, অতঃপর সূরা আলে ইমরান শুরু করলো, অতঃপর একটি সূরা শেষ করে অপর সূরা শেষ করতেই রইলো, এমনকি সূরা ইব্রাহিমের এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে গেলো:

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ
 الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ
 وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ১৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতি কষ্টে তা থেকে অল্প অল্প করে গলাধঃকরণ করবে এবং গলার নীচে অবতরণ করানোর আশাই থাকবে না এবং তার নিকট চতুর্দিক থেকে মৃত্যু আসবে আর সে মরবে না; এবং তার পেছনে একটা কঠিন শাস্তি।

অতঃপর কান্না করতে করতে এই আয়াতই বারবার পাঠ করতে রইলো, এমনকি বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো, আমি যখন তাকে নাড়া দিলাম দেখলাম তার প্রাণ তার দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গিয়েছিলো। (এই কাহিনীটি উদ্ধৃত করার পর শায়খ শুয়াইব হারিফিশ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন:) سُئِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ এটি সেই লোকেদেরই বৈশিষ্ট্য, যারা নিজের চেহারাকে বেদনার অশ্রু দ্বারা ধুয়েছে, আল্লাহ তাআলার যিকির এবং তিলাওয়াতে কালামে বারী তাআলা দ্বারা রাতে নিজের চোখকে জাগ্রত রাখলো এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজের পাদযের উপর দশায়মান থাকে আর উত্তম আমল করা চেষ্টা করতে থাকে। ব্যস তাদের প্রতিটি মুহূর্তই রমযানুল মোবারকের মোবারক মুহূর্তের মতোই। (হিকায়াতে অউর নসীহতে, ৯০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত কাহিনী থেকে জানা গেলো, আগেকার লোকেরা মাহে গোফরানের (রমযানের) সম্পূর্ণরূপে গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং তাদের রাত ও দিন নামায, কুরআনের তিলাওয়াত এবং অন্যান্য নেকীর কাজে অতিবাহিত হতো, সুতরাং অলসতা দূর করণ, মন্দ সঙ্গ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিন, উদাসিনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে যান এবং ঝটপট ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। এইবারও গরমের দিনে রমযানুল মোবারক মাস আগমন করছে, নফস গরমের প্রখরতার ভয় দেখাবে, তারাবিহ এবং অন্যান্য ইবাদতের বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের আপত্তি যেমন ব্যবসায়িক ব্যস্ততা ইত্যাদির স্মরণ করিয়ে দিয়ে অলসতা প্রদান করবে, কিন্তু মনে রাখবেন! গরমের তাপ এবং ক্ষুধা ও পিপাসার প্রভাব যত বেশি অনুভব হবে, ধৈর্য্য ধারণ করার কারণে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** প্রতিদান ও সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে, যেমনটি বর্ণিত আছে: **أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحْسَرُهَا** অর্থাৎ উত্তম ইবাদত হচ্ছে তাই, যাতে কষ্ট বেশি হয়। (তাফসীরে কবীর, পারা ২৯, আল মুযাম্মিল, ১০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৬৮৫)

ইমাম শরফুদ্দীন নববী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: ইবাদতে কষ্ট এবং ব্যয় বেশি হওয়াতে সাওয়াব ও ফযীলত বেশি হয়ে যায়। (শরহে নববী, মাযাহিবুল ওলামা ফি তাহলিল..., ৮ম অংশ, ৪/১৫২) হযরত সাযিয়্যুদুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর মহান বাণী হলো: দুনিয়ায় যে নেক আমল যতই কঠিন হবে, কিয়ামতের দিন নেকীর পাল্লায় ততই বেশি ভারী হবে। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, বারু ইয়ায দাছম, যিকরে ইব্রাহিম বিন আদহাম, ৯৫ পৃষ্ঠা)

আচিয়েঁ কি মাগফিরাত কা লেকর আয়া হে পায়াম,

ঝুম জাও মুজরিমো! রমযাঁ মাহে গোফরান হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুয়ুর্গানে দীনদের **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** আচার-আচরণই আমাদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। কেননা, এই ব্যক্তিত্বরা খোদাভীতির মালিক, নেকীর বিষয়ে খুবই আগ্রহী এবং মাদানী চিন্তাধারার অধিকারী হয়ে থাকেন, সাধারণত শিশুকালে পিতামাতা সন্তানকে রোযা রাখতে দেয় না, বিশেষ করে যখন গরমের দিন হয়, যেন শরীর খারাপ হয়ে না যায়, কিন্তু এই ব্যক্তিত্বরা তো রমযান মাসের প্রতি এমন আন্তরিক ছিলেন যে, অল্প বয়সেও প্রচণ্ড গরমে ক্ষুধা পিপাসা সহ্য করে রোযা রেখে নিতেন এবং তা পূর্ণ করারও ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এপ্রসঙ্গে

একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি এবং নিজের মাঝে নেকীর প্রবল আত্মহৃষ্টি করি।

আ'লা হযরতের রোযা

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সূন্নাতে মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর রোযা রাখার ধারাবাহিকতার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা সৈয়দ আইয়ুব আলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: রমযানুল মোবারকের পবিত্র মাস এবং আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর প্রথম রোযা রাখার ধারাবাহিকতা ছিলো। পবিত্র ঘরে যেখানে ইফতারের আরো অনেক প্রকারের জিনিষ রয়েছে। একটি বিশেষ কামরায় ফিরনির (এক ধরনের খির যা দুধ, চিনি এবং চাউলের আটা দ্বারা বানানো হয়) পাত্র জমানোর জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। সূর্য দ্বীপ্রহরে, ঠিক প্রচন্ড গরমের সময়, হুযুর (অর্থাৎ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ) এর আব্বাজান (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ) তাঁকে সেই কামরায় নিয়ে যান এবং দরজা বন্ধ করে ফিরনির একটি পাত্র উঠিয়ে দিলেন আর বললেন: এটি খেয়ে নাও। তিনি আরয করলেন: আমি রোযা রেখেছি কিভাবে খাবো? আব্বাজান বললেন: বাচ্চাদের রোযা এমনি হয়ে থাকে, নাও খেয়ে নাও, আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছি, কেউ দেখবে না। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরয করতেন: যাঁর আদেশে রোযা রেখেছি, তিনি তো দেখছেন। একথা শুনতেই হুযুরের (অর্থাৎ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ) আব্বাজান (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ) এর মোবারক চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং কামরা খুলে বাইরে নিয়ে বের হয়ে আসলেন।

(হায়াতে আ'লা হযরত, ৮৭ পৃষ্ঠা)

উস কি হাসতি মে থা আমলে জুহার, সূন্নাতে মুস্তফা কা পেকর,
আলিমে দ্বীন, সাহিবে তাকওয়া, ওয়াহ কিয়া বাত হে আ'লা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ শিশুকাল থেকেই কিরূপ দ্বীনদার, শরীয়াতের অনুসারী, আশিকে রমযান, খোদাভীতি সম্পন্ন ছিলেন, নিঃসন্দেহে তাঁর উপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহণ ছিলো, যে তাঁকে অল্প বয়সেই প্রচন্ড গরমে রমযান মাসের রোযা রাখা এবং তা পূর্ণ করার সাহস ও শক্তি দান করেছেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, আমরাও যেন

আল্লাহ্ ওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রমযান মাসের গুরুত্ব প্রদান করি এবং গরমের তীব্রতাকে সহ্য করে একটি রোযাও যেন না ভাঙ্গি। কেননা, রমযান শরীফের রোযা শরীয়াতের বিনা কোন অপারগতায় জেনে শুনে ছেড়ে দিই এবং পরে জীবনভর রোযা রাখলেও সেই ছেড়ে দেয়া রোযার ফযীলত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হযুর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি রমযানের এক দিনের রোযা শরীয়াতের অনুমতি ও রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়া ভেঙ্গেছে (অর্থাৎ রাখেনি) তাহলে, সারা বছর রোযা রাখলেও সেটার ‘কাযা’ আদায় হবে না। যদিও পরবর্তীতে রেখেও নেয়।” (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৩৪)

এমনিভাবে হযরত সাযিয়দুনা জাবির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে: مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَصُنْهُ فَقَدْ شَقِيَ অর্থাৎ যে রমযান মাসকে পেলো এবং এর রোযা রাখলো না, সেই ব্যক্তি দূর্ভাগা।

(মু'জামুল আওসাত, ৩/৬২, হাদীস নং-৩৮৭১)

দু'জাহাঁ কি নে'মটেঁ মিলি হে রোযা দার কো,

জু নেহী রাখতা হে রোযা ওহ বড়া নাদান হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৬ পৃষ্ঠা)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শুরুতেই অসংখ্য জ্ঞানের সমষ্টি “মাসিক ফয়যানে মদীনা” প্রকাশিত হয়, যাতে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে জনসাধারণের বোধগম্যভাবে লিখিত ফতোয়াও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। আসুন! মে ২০১৭ ইংরেজীর “মাসিক ফয়যানে মদীনা” এর ৫৪ নং পৃষ্ঠা থেকে গরমে রোযা রাখার ব্যাপারে একটি জ্ঞান সমৃদ্ধ ফতোয়া শ্রবণ করি:

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরামগণের رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ এ ব্যাপারে কি অভিমত, রমযানুল মোবারকের মাস গরম কালে আসছে, বাৎসরিক পরীক্ষার কারণে কি ছাত্রদের রমযানের ফরয রোযা কাযা করা জায়িয়? তাছাড়া যে পিতামাতা সন্তানদের এই কাজে সন্তুষ্ট বা স্বয়ং তারাই রোযা ভঙ্গ করিয়ে দেয় তাদের ব্যাপারে বিধান কি?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْبَجْوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

প্রত্যেক বিবেকবান, প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর রমযানের রোযা রাখা ফরয, শরীয়াতের বিনা অপারগতায় তা বর্জন করা গুনাহ এবং বাৎসরিক পরীক্ষা বা গরমের তীব্রতায় ফরয রোযা বর্জন করা শরীয়াতের উপযুক্ত অপারগতা নয়, সুতরাং প্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্ররা তো বর্ণনাকৃত অপারগতায় ফরয রোযা বর্জন করাতে গুনাহগার হবেই, তাদের পিতামাতাও যদি শরীয়াতের উপযুক্ত অপারগতা ব্যতীত রোযা ভঙ্গ করায় বা বর্জন করাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসাবাদ না করে তবে তারাও গুনাহগার হবে।

ছাত্ররা অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় যেহেতু তাদের উপর রোযা রাখা ফরয নয় এবং অপারগতায় রোযা না রাখলেও গুনাহগার হবে না, কিন্তু যখন সাত (৭) বছরের সন্তানের রোযা রাখার ক্ষমতা থাকে তবে পিতামাতার উপর আবশ্যিক যে, তাকে রোযা রাখার আদেশ দেয়া, সাত (৭) বছর বা এর চেয়ে বড় অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে পিতামাতা তখনই রোযা ছাড়াতে পারবে যখন রোযার কারণে তার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, নতুবা শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে ছাড়ালে বা তার ছেড়ে দেয়াতে নিশ্চুপ থাকলে তবে ওয়াজিব বর্জন করার কারণে গুনাহগার হবে।

والله اعلم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ (মাসিক ফয়যানে মদীনা, মে ২০১৭, ৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারক সেই মহান মাস, যাতে কুরআনে করীম অবতীর্ণ হয়েছে এবং হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ এই মাসেরই প্রতিটি রাতে জিব্রীঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে কুরআনে করীমের পুনরাবৃত্তি করতেন, যে সকল সৌভাগ্যবান মুসলমান কুরআনের আলো দ্বারা উপকৃত হতে এবং প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাতে অনুসরণ করার জন্য এই মাসে অধিকহারে কুরআনের তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকেন, আল্লাহ তাআলা তাদের সদকায় আমাদেরও নসীব করুক। اَمِيْنِ بِجَاوِزِ النَّبِيِّۦ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

বর্ণিত আছে: আল্লাহ্ তাআলা হযরত সাযিয়দুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَامُ কে ইরশাদ করেন: আমি উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে দু'টি নূর (আলো) দান করেছি, যেন তার দু'টি অন্ধকার থেকে নিরাপদ থাকে। সাযিয়দুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَامُ আরয করলো: হে আল্লাহ্! সেই দু'টি নূর (আলো) কি কি? ইরশাদ হলো: “নূরে রমযান এবং নূরে কুরআন” (অর্থাৎ রমযানের আলো এবং কুরআনের আলো)। সাযিয়দুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَامُ আরয করলো: দু'টি অন্ধকার কি কি? ইরশাদ হলো: একটি কবরের এবং অপরটি কিয়ামতের। (দুররাতুন না'সেহিন, ৯ম পৃষ্ঠা)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ দয়াময় আল্লাহ্ তাআলার মহান দয়ার প্রতি উৎসর্গিত হয়ে যান যে, তিনি আমাদের কুরআন ও রমযানের আকৃতিতে দু'টি নূর দান করেছেন, যাতে কবর ও কিয়ামতের ভয়াবহ অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং আলোয় আলোকিত হয়ে যায়। أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ এই দু'টি নূর হাশরের দিন মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার দরবারে সুপারিশ করবে।

হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। রোযা আরয করবে: হে দয়াময় প্রতিপালক! আমি খাবার এবং কুপ্রবৃত্তির কামনা থেকে দিনে তাকে বিরত রেখেছি, আমার শাফায়াত তার পক্ষে কবুল করো। কুরআন বলবে: আমি তাকে রাতে ঘুমানো থেকে বিরত রেখেছি, আমার শাফায়াত তার পক্ষে কবুল করো। ব্যাস! উভয়ের শাফায়াতই কবুল করা হবে। (মুসনাদে আহমদ, ২/৫৮৬, হাদীস নং-৬৬৩৭)

“মসজিদ দরস”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, রোযা এবং কুরআনে পাক কিয়ামতের দিন মু'মিনদের জন্য সুপারিশ করবে, সুতরাং রমযান শরীফে প্রফুল্লচিত্তে রোযা এবং তিলাওয়াত করার নিয়ত করে নিন, রোযা এবং কুরআনের তিলাওয়াতের উপর স্থায়িত্ব পেতে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২টি মাদানী কাজে সতঃস্কূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে “মসজিদ দরস”। أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ মসজিদ দরসের বরকতে ইলমে দ্বীনের ভাণ্ডার অর্জিত হয়, ইলমে দ্বীন শিখা ও শেখানোর ফযীলত বর্ণনা

করতে গিয়ে নবীয়ে মুকাররম, তাজেদারে দো'আলম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে সকালে মসজিদে নেকী শিখতে বা শেখানোর জন্য গেলো, তার জন্য পরিপূর্ণ হজ্জ সম্পাদনকারীর ন্যায় প্রতিদান রয়েছে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৫৯) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: যে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বের হলো, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার রাস্তায় থাকে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, বাবু ফদলে তালিবে ইলম, হাদীস নং-২৬৪৭, ১৯১৮ পৃষ্ঠা) বিশেষ করে রমযানুল মোবারক মাসে মসজিদ দরসের পাশাপাশি “চৌক দরস” এরও ব্যবস্থা করুন, যদিও রমযানুল মোবারকে মসজিদের নামাযি বেড়ে যায়, কিন্তু তারপরও একটি বড় অংশ এমনও রয়েছে যারা মসজিদের উপস্থিত হতে বঞ্চিত হয়ে যায়, চৌক দরসের মাধ্যমে তাদের নিকটও রোযার দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিন, নামাযের ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করুন। মসজিদে আগত নামাযীদের প্রতিও ইনফিরাদী কৌশিশ অব্যাহত রাখুন। কেননা, অনেক সময় তাদের মধ্যে একটি অংশ এমনও রয়েছে যারা শুধুমাত্র রমযান মাসেই মসজিদে আসে, তাদের এমনভাবে মায়্যা-মমতা ও ভালবাসা প্রদর্শন করুন যে, তার যেন না শুধু রমযান মাসে বরং সর্বদার জন্য পাক্কা নামাযী ও সুন্নাতের অনুসারী হয়ে যায়। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে “মসজিদ দরস” এ অংশগ্রহণের একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

জ্ঞানের ভান্ডার

মদীনাতুল আউলিয়া (মুলতান শরীফ) এর এক ইসলামী ভাই তার সংশোধনের ঘটনা কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন: ১৯৯৫ সালে আমি F.S.C-র ছাত্র ছিলাম। দ্বীনের জ্ঞান না থাকার কারণে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায় এক বদ মাযহাবীর সাথে, আমি তার সাথেই উঠতাম-বসতাম এবং খেতাম। বলা হয় যে, সঙ্গ প্রভাব বিস্তার করে, সুতরাং আমিও তার ভ্রান্ত আকীদার শিকার হতে লাগলাম। আল্লাহ তাআলা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ কে মঙ্গলময় দীর্ঘায়ু দান করুক। কেননা, যিনি দা'ওয়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করে উম্মতে মুসলিমার প্রতি মহান এক দয়া করেছেন এবং অসংখ্য মানুষকে বদ মাযহাবীদের থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন, নিঃসন্দেহে যদি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ না হতো তবে সেই বদ মাযহাব বন্ধুটি আজ আমাকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দিতো। আমার প্রতি আল্লাহ

তাআলা বিশেষ দয়া হলো যে, সেই বন্ধুরূপী শত্রু থেকে আমি মুক্তি পেয়ে গেলাম, ঘটনা কিছুটা এরকম যে, আমাদের মসজিদে মাদানী দরস (অর্থাৎ ফয়যানে সুন্নাতের দরস) শুরু হয়ে গিয়েছিলো, একদিন আমার আব্বাজান বললেন: তুমিও দরসে অংশগ্রহণ করো। কেননা, দরসে বসার বরকতে শুধু জ্ঞানের ভান্ডার অর্জিত হয় না বরং ইলমে দ্বীনের মজলিশে বসার মহান ফযীলত পাওয়ারও সৌভাগ্য নসীব হয়, সুতরাং আমি দরসে নিয়মিত বসা শুরু করে দিলাম। আসলেই দরসে বসার বরকতে ইলমে দ্বীনের অমূল্য রত্ন দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধির সোনালী সুযোগ সৃষ্টি হলো এবং পাশাপাশি আমার মন ও মননে এমন প্রশান্তি নসীব হলো যে, আমার নিকট বর্ণনা করার ভাষা নেই। মাদানী দরস (অর্থাৎ ফয়যানে সুন্নাতের দরস) এর বরকতে আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে হওয়া সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলাম। আমার জন্য এটি একটি নতুন পরিবেশ ছিলো, চারিদিকে ইলম ও আমলের ফুলের সুবাসিত পরিবেশ আমাকে খুবই মোহিত করলো। ভাবগাম্ভীর্য পূর্ণ বয়ান এবং ভাবাবেগ পূর্ণ দোয়া তো আমার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে দিলো, আমি আমার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমিরাে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর নিকট বাইয়াত গ্রহণেরও সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

সাআদাত মিলে দরসে ফয়যানে সুন্নাত,

কি রোযানা দু মরতবা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানের আগমনের পূর্বেই আমাদেরও এই পাকাপোক্ত নিয়ত করা উচিত, আমরা রমযানুল মোবারকের সম্মান করে নামায রোযার ধারাবাহিকতার পাশাপাশি অধিকহারে নফল ইবাদত এবং কুরআনে পাকের তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকবো। কেননা, এরূপ দেখা যায় যে, রমযানুল মোবারকের প্রথম দিকে তো খুবই আগ্রহ ভরে তিলাওয়াত করা হয়ে থাকে, কিন্তু পরে অনেক লোক এই মহান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, আমাদের এই বিষয়েও বুয়ুর্গানে দ্বীনদের অনুসরণ করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত, এই ব্যক্তিত্বরা এই পবিত্র

মাসে শুধুই একবার নয় বরং দিনে কয়েকবারই কুরআন খতম করার সৌভাগ্য অর্জন করতেন।

সায়্যিদুনা সা'দ বিন ইব্রাহিম যুহরী رضي الله عنه এর অভ্যাস

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন সা'দ যুহরী رضي الله تعالى عنه বর্ণনা করেন: আমার সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন ইব্রাহিম যুহরী رضي الله تعالى عنه রমযানুল মোবারকের একুশতম, তেইশতম, পঁচিশতম, সাতাশতম এবং উনত্রিশতম রোযায় ততক্ষণ পর্যন্ত ইফতার করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনে করীম খতম করে না নিতেন, মাগরীব ও ইশার মধ্যবর্তী আখিরাতে র বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকতেন এবং প্রায় ইফতারের সময় আমাকে অভাবীদের ডাকার জন্য পাঠাতেন, যেন তারাও তাঁর সাথে খায়। (আল্লাহ ওয়ালৌ কি বাত্, ৩/২৪৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কুরআনে করীমের ভালোবাসা, তিলাওয়াতে আগ্রহ এবং রমযানের গুরুত্ব প্রদান করা তো এই আল্লাহ ওয়ালাদের থেকে শিখুন, যারা এই গোফরান (রমযান) মাসে অধিকহারে কুরআনের তিলাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন, আমাদেরও উচিত, রমযান মাসে অধিকহারে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করার নিয়ত করা এবং রব তাআলার এই মাসের সম্মান করে প্রফুল্লচিত্তে একে স্বাগত জানানো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ যখন রমযান শরীফের মাস তার বসন্ত ছড়াতে ছড়াতে আগমন করে, তখন তো শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت بركااتهم العاليه এর খুশির অবস্থা দেখার মতো হয়ে থাকে। তাঁর উৎসাহের প্রতিফলন এই শেরগুলো দ্বারা হয়ে থাকে:

মারহাবা হুদ মারহাবা ফির আমদে রমযান হে
হাম গুনাহগারৌ পে ইয়ে কিতনা বড়া এহসান হে
হার গড়ি রহমত ভরি হে হার তরফ হে বরকত
ইয়া ইলাহী! তু মদীনে মে কভি রমযা দেখা

খিল উঠে মুরব্বায়ে দিল তাজা হুয়া ঈমান হে
ইয়া খোদা তু নে আতা ফির করদিয়া রমযান হে
মাহে রমযা রহমতৌ অউর বরকতৌ কি কান হে
মুদতৌ সে দিল মে ইয়ে আত্তার কে আরমান হে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মনে রাখবেন! রমযানুল মোবারককে নেকীতে অতিবাহিত করা এবং একে “স্বাগত” জানানোর পদ্ধতি হলো; আমরা যেন এই মোবারক মাসে বিশেষ করে মাদানী কাফেলায় সফরের মাধ্যমে মুসলমানদের নেকীর দাওয়াত দিই, মন্দ কাজ থেকে বারণ করি, রমযানের মোবারক মাসের ফযীলত বর্ণনা করে তাদের ফরয রোযা রাখার মাদানী মানসিকতা দিই, বেশি বেশি ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে রমযানকে স্বাগত জানানোর এমন বরকত প্রকাশ হোক যে, চারিদিকে রোযার মাদানী বসন্ত এসে যাক। মাদানী কাফেলার জাদুয়ালেও “ফয়যানে রমযান” কিতাব থেকে মসজিদ ও চৌক দরস ইত্যাদির ব্যবস্থ হোক, এতেও অনেক আশিকানে রাসূল পর্যন্ত রমযান মাসের ফরয রোযা এবং অন্যান্য ইবাদতের দাওয়াত পৌঁছাবে, মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত লিফলেট “রমযানে গুনাহকারীর ভয়ানক পরিনতি” ঘরে ঘরে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন, আহ! যদি সৌভাগ্য হয় যে, দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে হওয়া পুরো রমযান মাসের এবং শেষ দশদিনের ইতিকারফের দাওয়াতও অব্যাহত থাকে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত আশিকানে রমযানের আজিমুশ্বান “পুরো রমযান মাসের ইতিকারফ” এর দাওয়াতও প্রসার করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের মক্কী মাদানী আক্বা, দু'জাহানের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শবে কদরের অন্বেষণে একবার পুরো রমযানুল মোবারক মাসেরও ইতিকারফ করেন।

প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর ইতিকারফ

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: একদা মদীনার তাজেদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ১লা রমযান থেকে ২০ রমযান পর্যন্ত ইতিকারফ করার পর ইরশাদ করলেন: “আমি শবে কদরের অন্বেষণে রমযানের প্রথম দশদিনের ইতিকারফ করলাম এবং তারপর মধ্যবর্তী দশদিনের ইতিকারফ করেছি, অতঃপর আমাকে বলা হয়েছে, শবে কদর শেষ দশ দিনে রয়েছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকারফ করতে চাও করে নাও।” (সহীহ মুসলিম, ৫৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৬৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি প্রতিবছর নাও হয় তবে অন্তত জীবনে কমপক্ষে একবার সুন্নাতে মুস্তফা ﷺ আদায়ের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ রমযান ইতিকার্য করার মাদানী বসন্ত লুফে নেয়ার চেষ্টা করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইতিকার্যের বরকতে বান্দা না শুধু গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকে বরং ইতিকার্য না করাবস্থায় মসজিদের বাইরে থেকেই যে নেকী করতো, কিন্তু ইতিকার্য করাবস্থায় করতে পারছে না তবে তার আমল নামায় সেই নেকীগুলোও লিখা হয়।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীয়ে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ বলেন: ইতিকার্যের দ্রুত উপকারীতা তো এটাই যে, এটি ইতিকার্যকারীকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে। কেননা, অধিকাংশ গুনাহ গীবত, মিথ্যা এবং চুগলখোরী ইত্যাদি মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকার কারণে হয়ে থাকে, ইতিকার্যকারীরা দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং যারা তার সাথে দেখা করতে আসে তারা মসজিদ ও ইতিকার্যের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে না নিজে কোন মন্দ কথা বলে, না বলায়। (তিনি আরো বলেন যে, ইতিকার্যকারীরা) ইতিকার্যের কারণে যে নেকী থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে, যেমন কবর যিয়ারত, মুসলমানের সাথে সাক্ষাত করা, অসুস্থদের খবরাখবর নেয়া, জানাযার নামায়ে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি এইসব নেকীর সাওয়াব সেইভাবেই পায় যেভাবে এই কাজ সম্পাদনকারীরা পায়।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২১৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে ও শহরে সম্পূর্ণ রমযান মাসের এবং শেষ দশদিনের সম্মিলিত ইতিকার্যের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে গুরার পক্ষ থেকে প্রদানকৃত রুটিন অনুযায়ী ইতিকার্যকারী আশিকানে রমযানদের মাদানী প্রশিক্ষণের চেষ্টা করা হয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সম্মিলিত ইতিকার্যে হাজারো ইসলামী ভাই ইতিকার্যকারী হয়ে অন্যান্য ইবাদতের পাশাপাশি ইলমে দ্বীনও অর্জন করে থাকে এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণ পায়, অনেক ইতিকার্যকারী রমযানুল মোবারকের ইতিকার্যে চাঁদ রাতেই আশিকানের রাসূলের সাথে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অনেক আশিকানে রমযান, এই ইতিকার্যের বরকত এবং মাদানী বসন্তকে আরো কুড়ানোর

জন্য তৎক্ষণাৎ মাদানী কাফেলায় সফরের পাশাপাশি বিভিন্ন কোর্স যেমন (১২ দিনের মাদানী কাজ কোর্স, আমল সংশোধন কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স, ইমামত কোর্স ইত্যাদি) করারও সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে।

জলওয়া ইয়ার কি আঁরযু হে আগর
মীঠে আক্বা করেঙ্গে করম কি নযর
ছুট খা জায়ে গা ইক না ইক রোয দিল
ফযলে রাব সে হেদায়ত ভি জায়েগী মিল
তুম কো রাহাত কি নেয়ামত আগর চাহিয়ে
বান্দেগী কি ভি লায়যাত আগর চাহিয়ে

মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৯-৬৪৫)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন যেমনিভাবে মুসলমানের সংশোধনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনিভাবে নেকীর দাওয়াতকে দুনিয়া জুড়ে সাড়া জাগানোর জন্য ২০০টিরও বেশি দেশে প্রায় ১০৩টি বিভাগের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোতে সদা ব্যস্ত রয়েছে, এর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ হলো “দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত”। জামে মসজিদ কানযুল ঈমান, বাবরী চক, বাবুল মদীনা (করাচী) তে দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে ১৫ শাবানুল মুয়াজ্জম ১৪২১ হিজরী সনে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের যাত্রা শুরু হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এই পর্যন্ত বাবুল মদীনা (করাচী) তেই ৫টি দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত, এছাড়াও জমজম নগর (হায়দারাবাদ), সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ), মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) দু’টি দারুল ইফতা রাওয়ালপিন্ডি এবং গুলজারে তায়্যিবা (সারগোদা)য় দু’খী উম্মতের শরয়ী পথনির্দেশনা প্রদানে সদা ব্যস্ত, এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত মুফতীয়ানে কিরামগণ প্রতিদিন অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। দারুল ইফতা অনলাইনে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই ই-মেইল আই ডি (darulifta@dawateislami.net) এর মাধ্যমেও প্রশ্ন করা যায়। দুনিয়াজুড়ে সাথেসাথেই শরয়ী পথ নির্দেশনা নেওয়ার জন্য এই নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করা যেতে পারে। নাম্বারগুলো নোট করে নিন।

(১) +৯২৩০০০২২০১১২ ----- (২) +৯২৩০০০২২০১১৩

(৩) +৯২৩০০০২২০১১৪ ----- (৪) +৯২৩০০০২২০১১৫

পাকিস্তানী সময়ানুযায়ী সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এই নাম্বার গুলোতে যোগাযোগ করা যাবে (দুপুর ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত বিশ্রাম হয়ে থাকে)। শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

“ফয়যানে রমযান” কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারক আসার পূর্বেই শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী وَأَمَّتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব “ফয়যানে রমযান” অধ্যয়ন করে নিন, এই কিতাবে রমযান শরীফের ফযীলত, রোযার বিধানাবলী ও মাসআলা সমূহ, তারাবিহ পড়ার পদ্ধতি, লাইলাতুল কদরের ফযীলত এবং এর নিদর্শন সমূহ, ইতিকাহের ফযীলত ও মাসআলা সমূহ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সুন্নাত পদ্ধতি এবং নফল রোযার ফযীলত ও মাসআলা সমূহ ছাড়াও অনেক উপকারী ঘটনাবলীও রয়েছে। সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং অপর ইসলামী ভাইকেও তা কিনার ও অধ্যয়ন করার উৎসাহ প্রদান করুন। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ অনুবাদ মজলিশ এই কিতাবটি ইংরেজী, সিন্ধি, হিন্দি, বাংলা এবং আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছে, দা’ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পাঠ করতেও পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউটও (Print Out) করতে পারবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা’ওয়াতে ইসলামী যেমনিভাবে মুসলমানদের নামায, তিলাওয়াত, নফল নামায এবং ইতিকাহের আগ্রহ সৃষ্টি করছে, তেমনিভাবে আল্লাহ্ ওয়ালাদের ওরশ উদযাপন করাও এই মাদানী সংগঠনের একটি উজ্জল বৈশিষ্ট্য। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ রমযান মাসের শুভাগমন অতি সন্নিহিতে এবং এই মাসের ৩ তারিখ শাহাজাদিয়ে কওনাঈন, সায়িদ্দা খাতুনে জান্নাত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এবং এই

তারিখেই প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** এরও ওরশ উদযাপন করা হয়। আসুন! এরই ধারাবাহিকতায় আমরা প্রথমে সাযিয়দা খাতুনে জান্নাত **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** এর মোবারক চরিত্রের কিছু ঝলক শ্রবণ করি।

খাতুনে জান্নাতের চরিত্রের কিছু ঝলক

হযরত সাযিয়দাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** শাহানশাহে খাইরুল আনাম, হযর পুরনুর **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর সবচেয়ে ছোট এবং আদরের শাহাজাদী ছিলেন, তাঁর নাম ফাতিমা, উপাধী হলো যাহরা এবং বতুল, আর উপনাম উম্মুল হাসানানঈন, উম্মুল হাদ এবং উম্মে আবীহা, তাঁর জন্ম নবুয়ত প্রকাশের ৫ বছর পূর্বে হয়েছিলো, তিনি **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** হলেন জান্নাতী রমনীদের সর্দার, তাঁর শাদী চতুর্থ খলিফা হযরত সাযিয়দুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা **كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ** এর সাথে হয়েছিলো, রাবের কাদীর তাঁকে তিন শাহজাদা (ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন এবং ইমাম মুহসিন **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ**) এবং তিন শাহজাদী (সায়িয়দা রুকাইয়া, সায়িয়দা যায়নব এবং সায়িয়দা উম্মে কুলসুম **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ**) দ্বারা ধন্য করেন। তিনি কখনো তাঁর স্বামীর নিকট কোন কিছুর আবদার করেননি, খাওয়ার মূলমন্ত্র এমন ছিলো যে, যতক্ষণ স্বামী এবং সন্তানদের খাবার খাইয়ে দিতেন না ততক্ষণ নিজে এক গ্রাসও মুখে দিতেন না, তাঁর দানশীলতার অবস্থা এরূপ ছিলো যে, অভাব ও অনাহারের অবস্থায়ও তিনি কোন ভিক্ষুককে খালি ফিরাতেন না, তিনি (অনেক সময়) রাতভর নামাযে লিপ্ত থাকতেন, এমতাবস্থায় সকাল হয়ে যেতো। হযরত সাযিয়দাতুনা খাতুনে জান্নাত **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** এর চরিত্র সম্পর্কে আরো জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০১ পৃষ্ঠা সম্বলিত “শানে খাতুনে জান্নাত” কিতাবটি অধ্যয়ন করুন।

কিয়া বাত রযা ইস চমনিস্থানে করম কি,

যাহরা হে কলি জিস মে হুসাইন অউর হাসান ফুল। (হাদায়িকে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

আসুন! এবার প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** এরও সৎক্ষিপ্তভাবে মোবারক চরিত্র লক্ষ্য করি:-

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমীর চরিত্রের কিছু বলক

হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ৪ঠা জুমাদিউল আউয়াল ১৩১৪ হিজরী, ১লা মার্চ ১৮৯৫ ইংরেজীতে কেড়া মহল্লার আওঝিয়ানী বস্তিতে (ইউ পি, ভারত) সুবহে সাদিকের বরকতময় মুহুর্তে জন্মগ্রহণ করেন। (হালাতে জীন্দেগী, হায়াতে সালিক, ৬৪ পৃষ্ঠা) তাঁর জ্ঞানার্জনের এমন আত্মহ ছিলো যে, গলির জ্বলন্ত বাতির আলোতে পড়া লেখা করতেন, তিনি ছিলেন সফল শিক্ষক, অসাধারণ মুফতী, শ্রেষ্ঠ লেখক, অতুলনীয় মুফাসসীর এবং অসাধারণ মুহাদ্দীস, তাঁর দরসে কুরআন শুনার জন্য লোক দূর দুরান্ত থেকে আসতো, তিনি যোহরের পর একপারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তিনি নিজেও জামাআত সহকারে নামাযের আশিক ছিলেন এবং পরিবারের সদস্যদেরও নামাযের আদেশ দিতেন, ফরযের পাশাপাশি নফল নামাযেরও নিয়মানুবর্তিতা এবং দরুদে তাজ ও দালাইলুল খয়রাত পাঠে অভ্যস্ত ছিলেন, তিনি ছিলেন সত্যিকার আশিকে রাসূল, নাত পাঠকারী শায়ের, অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠকারী এবং নিতান্তই সাধাসিধে চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাফসীরে নঈমী (১১ খন্ড) এবং মিরাতুল মানাজিহ (হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ কিতাব “মিশকাতুল মাসাবিহ” এর উর্দূ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ৮ খন্ড) তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বেশি প্রসিদ্ধ। (ফয়যানে মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, সংক্ষেপিত) তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আরো জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত “ফয়যানে মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী” রিসালাটি অধ্যয়ন করুন। দা’ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে “শানে খাতুনে জান্নাত” এবং “ফয়যানে মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী” উভয়টি পাঠও করতে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউটও (Print Out) করতে পারবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা রমযান মাসকে স্বাগত জানানো এবং এই মাসে নেকীর প্রতি আত্মহ বৃদ্ধির ব্যাপারে অসংখ্য মাদানী ফুল কুঁড়ানোর সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, আমরা শুনলাম:

❖ রমযানের আগমনের প্রাক্কালে মুসলমানদের নেকীর প্রতি উৎসাহ প্রাদান করা এবং মসজিদে আলোকসজ্জা করা সুন্নাতে ফারুকী।

- ❖ হুযুরে صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রমযানুল মোবারকে অধিকহারে ইবাদত করতেন।
- ❖ রমযানুল মোবারক মাসে নেকীর প্রতিদান ও সাওয়াব অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়।
- ❖ রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন মুসলমানদের জন্য সুপারিশ করবে।
- ❖ আল্লাহ্ ওয়ালারা শৈশব থেকেই প্রচন্ড গরমেও রোযা রাখতেন।
- ❖ বুয়ুর্গানে দ্বীনরা রমযান মাসে কয়েকবারই কুরআনে করীম খতম করতেন।
- ❖ বয়ানের শেষের দিকে আমরা উম্মুল হাসানাঈন হযরত সাযিয়দাতুনা ফাতিমাতুয যাহরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এবং মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও শ্রবণ করলাম।

আল্লাহ্ তাআলা নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এবং পূর্ববর্তী বুয়ুর্গানে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى উসিলায় আমাদেরও রমযান মাসের গুরুত্ব অনুধাবণ করা এবং এই মাস বরণ সারা বছরই অধিকহারে নেকী করার তৌফিক নসীব করুক।

أَمِينُ بِنَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাভুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

উন সব মুবাশ্বিগৌ কে খোয়াবৌ মে আব করম হো,

আক্বা জু সুন্নাতৌ কি খেদমত বাজা রাহে হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

পোষাকের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর রিসালা “১৬৩ মাদানী ফুল” থেকে পোষাকের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি:

ফরমানে মুস্তফা ﷺ: “জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে بِسْمِ اللَّهِ পাঠ করা।” (আল মুজাম্বল আওসাত, ২য় খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫০৪) প্রসিদ্ধা মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টি আড়াল হয়, অনুরূপ এটাও (আল্লাহ তাআলার যিকির) জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার কারণে জ্বীন সেটাকে (অর্থাৎ-লজ্জাস্থান) দেখতে পাবে না। (মিরাত, ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা)

☀ “যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মানের (কারামাতের) পোশাক পরিধান করাবেন।” (আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৭৭৮)

☀ পোশাক পরিচ্ছদ যেন হালাল উপার্জনে হয়, আর যে পোশাক হারাম উপার্জনের হয়, তা দ্বারা ফরজ ও নফল কোন নামায কবুল হয় না। ((কাশফুল ইলতেবাহ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস লিশশেখ আবদুল হক আদ দেহলভী, ৪১ পৃষ্ঠা)

☀ কাপড় পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে আরম্ভ করবেন (কেননা, এটা সুনাত) যেমন: যখন জামা পরিধান করবেন তখন সর্বপ্রথম ডান আঙ্গিনে ডান হাত প্রবেশ করান অতঃপর বাম আঙ্গিনে বাম হাত প্রবেশ করান। (প্রোঙ্ক, ৪৩ পৃষ্ঠা)

☀ এভাবে পায়জামা পরিধান করার সময় ডান পা প্রবেশ করান, আর যখন (জামা বা পায়জামা) খুলবেন তবে এর বিপরীত করুন অর্থাৎ বাম দিক থেকে শুরু করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

বিভিন্ন সুনাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১০১ মাদানী ফুল” এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১৬৩ মাদানী ফুল” হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুনাত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুনাতের ভরা সফর করা।

মুঝ কো জযবা দেয় সফর করতা রাহৌ পরওয়ারদিগার,

সুনাতৌ কি তরবিয়ত কি কাফেলে মে বার বার।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়াদিস সাদাত, আস সালাতুল সাদিসাতু ওয়াল খামসুন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সাযিয়াদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়াদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসুন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হযরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হযুর পুরনুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ
رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র, যিনি সত্ত্ব আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)